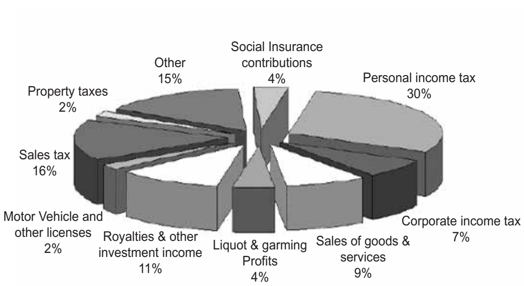
ষষ্ঠ অধ্যায়

জাতীয় আয় ও এর পরিমাপ
National Income and Its Measurments

একটি দেশের জাতীয় আয় থেকে সে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝা যায়। অর্থাৎ দেশটি কি উন্নত, উন্নয়নশীল না অনুন্নত এ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। কোনো দেশের জাতীয় আয় কত তা জানার জন্য জাতীয় আয় পরিমাপ করতে হয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।









এই অধ্যায় পাঠশেষে আমরা–

- □ ● জাতীয় আয়ের ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ ● জাতীয় আয়ের (NI) সাথে দেশজ উৎপাদের (GDP) পার্থক্য দেখাতে পারব
- □ ● জাতীয় আয়ের (NI) সাথে নীট জাতীয় উৎপাদের (NNP) তুলনা করতে পারব
- □ ● জিডিপি পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব
- □ ● জিডিপির নির্ধারকসমূহকে উপকরণ এবং প্রযুক্তি এই দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করতে পারব
- □ ● জিডিপির হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করতে পারব
- □ ● বাংলাদেশের জিডিপি ও মাথাপিছু জিডিপি পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব

৬.১ মোট দেশজ উৎপাদ (Gross Domestic Product বা GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদ হয় তাঁর বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদ বা GDP বলে।

২ খাত বিশিষ্ট অর্থনীতির ক্ষেত্রে–
মনে করি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বছরে তিনটি দ্রব্য উদপাদন হয়। যেমন, ১০০ কুইন্টাল ধান, ১০০০টি জামা এবং ১০০০ কলম উৎপাদিত হয়। জিডিপি = ১০০ কুইন্টাল ধান × ধানের বাজার মূল্য + ১০০০ জামা × জামার বাজার মূল্য + ১০০০ কলম × কলমের বাজার মূল্য।

৬.১.১ মোট জাতীয় আয় (Gross National Income বা GNI)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত আর্থিক বছরে কোনো দেশের নাগরিকগণ কর্তৃক যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তার বাজার মল্যের সমষ্টিকে মোট জাতীয় আয় (GNI) বলে।

মোট দেশজ উৎপাদের সাথে নীট উপাদান আয় যোগ করে মোট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। নীট উপাদান আয় বলতে একটি দেশের নাগরিকগণ বৈদেশিক বিনিয়োগ থেকে ও শ্রম থেকে যে আয় করে এবং বিদেশি নাগরিকগণ আলোচ্য দেশে বিনিয়োগ ও শ্রম থেকে যে আয় করে এ দুয়ের বিয়োগ ফলকে বোঝায়।

৬.১.২ নীট জাতীয় উৎপাদ (Net National Product বা NNP)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় (Capital Consumption Allowance বা CCA বা Depreciation) বাদ দিলে যা থাকে তাকে নীট জাতীয় উৎপাদ বলে। মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বলতে উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ব্যবহারজনিত যে ক্ষয় হয়, তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে বোঝায়।

কাজ : (১) GNI, GDP, CCA এদের পূর্ণ রূপ দাও।
কাজ : (২) CCA = Capital Consumption Allowance আসলে কী?

৬.২ জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ–উৎপাদন, আয় ও ব্যয় পদ্ধতি (Measurments of National Income-Production, Expenditure and Income Method)

জাতীয় আয় মূলত তিনভাবে পরিমাপ করা যায়। যথা : উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach), আয় পদ্ধতি (Income Approach) ও ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure Approach)।

১. উৎপাদন পদ্ধতি (Production Approach) : একটি দেশের অর্থনীতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিভক্ত। এসব খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে অর্থনীতিকে ১৫টি খাতে বিভক্ত করা হয় এবং খাতওয়ারী উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। পরিশেষে ১৫টি খাতের উৎপাদনের মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদ নির্ধারণ করা হয়।

২. **আয় পদ্ধতি (Income approach) :** এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের প্রাপ্ত আয়ের সমষ্টি। উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত মৌলিক উপকরণ— ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এদের প্রাপ্ত আয় যথাক্রমে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা। অতএব জাতীয় আয় = খাজনা + মজুরি + সুদ + মুনাফা।

৩. **ব্যয় পদ্ধতি (Expenditure approach) :** এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের সব ধরনের ব্যয়ের যোগফল। সমাজের মোট ব্যয় বলতে ব্যক্তি খাতের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় ও নীট রপ্তানিকে বোঝায়। অতএব, ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + নীট রপ্তানি (= রপ্তানি − আমদানি) = মোট দেশজ উৎপাদ। মোট দেশজ উৎপাদ বা $Y= C + I + G (X-M)$ এখানে C = ভোগ, I = বিনিয়োগ, G = সরকারি ব্যয়, $(X-M)$ (রপ্তানি - আমদানি) = নীট রপ্তানি।

উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতে পরিমাপকৃত মোট দেশজ উৎপাদ একই পরিমাণ হবে। গণনা বা হিসাবের ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে খানিকটা পার্থক্য হতে পারে, তবে প্রকৃত অর্থে তা একই ফলাফল বহন করে।

কাজ : এদের সঠিকতা যাচাই কর

অধ্যাপক মার্শাল উৎপাদনের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন

অধ্যাপক পিগু আয়ের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন এবং

আরভিং ফিশার ব্যয়ের দিক থেকে জাতীয় আয় গণনা করেন।

৬.৩ মাথাপিছু মোট দেশজ উৎপাদ (Per Capita Gross Domestic Product)

মাথাপিছু জিডিপি বলতে জন প্রতি বার্ষিক জিডিপিকে বোঝায়। কোনো নির্দিষ্ট আর্থিক বছরে দেশের মোট দেশজ উৎপাদকে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই মাথাপিছু জিডিপি পাওয়া যায়।

$$\text{সূত্রাকারে, মাথাপিছু জিডিপি} = \frac{\text{কোন নির্দিষ্ট বছরে মোট দেশজ উৎপাদ}}{\text{ঐ সময়ে মোট জনসংখ্যা}}$$

মাথাপিছু জিডিপি হলো একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জীবনযাত্রার মানের প্রধান সূচক। এ সূচক দ্বারা দেশটি কি উন্নত নাকি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল তা নির্ণয় করা যায়। যদি মাথাপিছু জিডিপি একটি নির্দিষ্ট ¯Íরের বেশি হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি উন্নত, আর যদি তা থেকে জিডিপি কম হয় তবে বুঝতে হবে দেশটি অনুন্নত বা উন্নয়নশীল।

৬.৪ জিডিপি-এর নির্ধারকসমূহ (Determinants of Gross Domestic Product-GDP)

মোট দেশজ উৎপাদ কত হবে তা নির্ভর করে দেশের ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মলধন, প্রযুক্তি, সম্পদের সচলতা (mobility) এসবের উপর। এজন্য এদেরকে মোট দেশজ উৎপাদ-এর নির্ধারক বলা হয়।

১. **ভূমি (Land) :** মোট দেশজ উৎপাদ ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদের পর্যাপ্ত ব্যবহার সম্ভব হলে এবং কৃষি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উর্বর ভূমি থাকলে দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ মোট দেশজ উৎপাদের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

২. **শ্রম (Labour) :** যেকোনো দেশের শ্রম মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক। দক্ষ ও কর্মক্ষম শ্রম মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক। শ্রমিক যদি প্রযুক্তির ব্যবহার জানে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় তবে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

৩. **মূলধন (Capital) :** মূলধন মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নির্ধারক। আজকের উন্নত দেশসমূহে মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধির মূলে মূলধন কাজ করে। আবার অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ মূলধনের অভাবের কারণে মোট জাতীয় আয় ও মোট দেশজ উৎপাদ বৃদ্ধি করতে পারে না। সুতরাং মূলধন মোট দেশজ উৎপাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক।

৪. **প্রযুক্তি (Technology) :** প্রযুক্তির উপর মোট দেশজ উৎপাদ বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রযুক্তির উন্নয়ন নানাভাবে হতে পারে। যেমন, নতুন আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির ডিজাইন ও দক্ষতার উন্নতি, নতুন মালামালের আবিষ্কার ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিখাতে চিরায়ত বীজের পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজ ব্যবহার করে ধানের উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়শ ইত্যাদি সবজির উৎপাদনও বেড়েছে।

৫. **সচলতা (Mobility) :** একটি অর্থনীতিতে পিছিয়ে পড়া বা অবনতিশীল অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে সম্পদ সরিয়ে নতুন প্রসারমান অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সম্পদ ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর এর মোট দেশজ উৎপাদ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে পাট চাষ কমিয়ে ধান, গম বা ভুট্টা চাষে ভূমি ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি।

৬.৫ জিডিপি-এর হিসাব বহির্ভূত বিষয়াদি (Factors not included in GDP Calculation)

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একটি অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্যের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) বলে। জিডিপি গণনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ কখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় না।

১. **মূলধনী লাভ-ক্ষতি (Capital gains & losses) :** সময়ের পরিবর্তনে জাতীয় সম্পদের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উপকরণ বা উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। এ লাভ বা ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। কারণ, সময়ের ব্যবধানে সম্পদের মূল্য পরিবর্তনজনিত লাভ বা ক্ষতি জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে না। তাছাড়া এ লাভ-ক্ষতি শুধু কাগজ-কলমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের লাভ যতটুকু হয় অন্য প্রতিষ্ঠানের এর সমপরিমাণ ক্ষতি হয়। ফলে জাতীয় আয় গণনায় লাভ-ক্ষতির প্রভাব শূন্য।

২. **মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবা (Intermediary goods and services) :** জাতীয় আয় গণনায় শুধুমাত্র চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচিত হয়। কারণ চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্যের ভেতরেই মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত হয়। চূড়ান্ত দ্রব্যের পরে আবার মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবা বিবেচনা করলে জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে দ্বিত গণনা (Double Counting) সমস্যা দেখা দেয়। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবাকে জাতীয় আয় গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

৩. **বিনামূল্যে ব্যবহৃত দ্রব্য ও সেবা (Goods and services free of charge) :** অর্থনীতিতে এমন কিছু দ্রব্য ও সেবা রয়েছে যেগুলো বাজারের মাধ্যমে বেচা-কেনা হয় না। যেমন– মা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন, মহিলাদের রান্না বান্না ইত্যাদি সাংসারিক কাজকর্ম, গায়ক কর্তৃক বন্ধুদের গান শোনানো ইত্যাদি উৎপাদিত পণ্য নয়। এজন্য জাতীয় আয় গণনায় এসব সেবার মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

৪. **অতীতে উৎপাদিত পণ্য ও লেনদেন বিবেচ্য নয় (No considaration of previous production and transaction) :** যে বছরের জিডিপি গণনা করা হয়, তার পূর্বের কোনো বছরের উৎপাদন ঐ আলোচ্য বছরের মোট দেশজ উৎপাদে অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন– পুরাতন গাড়ি, পুরাতন বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়। এসব দ্রব্য যে বছর উৎপাদিত হয়েছে ঐ বছরের জিডিপি-এর মধ্যে এসবের মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি পুনরায় হিসাব করলে দ্বিত গণনা সমস্যা দেখা দেয়। অনুরূপভাবে স্টক, বÊ, কাগজি লেনদেন জিডিপি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

৫. **সরকারি ঋণের সুদ (Interest of public debt) :** সরকারি ঋণের বিপরীতে যে সুদ দেয়া হয় তা জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন– যুদ্ধকালীন সরকার যে ঋণ করে তা জাতীয় উৎপাদনে কোনো ভূমিকা রাখে না। এ ঋণের বিপরীতে সুদ হ¯Íান্তর পাওনা হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য জিডিপি থেকে বাদ দেওয়া হয়।

৬. **বেআইনি কাজ (Illegal activities) :** বেআইনি কাজ থেকে প্রাপ্ত আয় জাতীয় আয় গণনার ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় না। বেআইনি কার্যকলাপ বলতে সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী কাজকে বোঝায়। যেমন, মাদকদ্রব্য, জুয়া খেলা, কালো বাজারে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, ঘুষ, দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়, ক্রয়-বিক্রয় জাতীয় উৎপাদ গণনার সময় বিবেচনা করা হয় না।

কাজ : মোট দেশজ উৎপাদে গণনা করা হয় না, এমন সব দ্রব্য ও বিষয়ের একটি তালিকা c¯ÍZ কর।

৬.৬ বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি (Method of Estimation of National Income in Bangladesh)

বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি ও জিএনআই গণনা করে থাকে। এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে GDP ও GNI গণনা করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। খাতসমহ হ"Q–

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ :

১. **কৃষি ও বনজ সম্পদ :** কৃষি দেশজ উৎপাদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাত ধরাবাঁধাভাবে হিসাব করা কঠিন। বাংলাদেশে GDP গণনা করতে এ খাতকে তিনটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়।

(ক) শস্য ও শাকসবজি : এ খাতে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ চলতি পাইকারি বাজার মূল্যের প্রেক্ষিতে হিসাব করা

হয়। যেমন, ২০১০-১১ সালে এ খাতে উৎপাদ ছিল ৮৫২৩৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ৯২৫০৮ কোটি টাকা।

(খ) প্রাণি সম্পদ : এ খাতের হিসাবও চলতি বাজারমূল্যের প্রেক্ষিতে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয়। প্রাণিসম্পদ উপখাতে ২০১০-১১ সময়ে দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ১৮৪৭০ কোটি টাকা। ২০১০-১১ সালে প্রাক্কলন করা হয় ২০৪৮৫ কোটি টাকা।

(গ) বনজ সম্পদ : বন খাতের উপকরণের তথ্যের অভাবে মোট উৎপাদন হতে ৩% মূল্য বাদ দিয়ে যা থাকে তাকে মূল্য সংযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করে GDP বের করা হয়। ২০০৯-১০ সালে দেশজ উৎপাদন ছিল ৯৮৭৪ কোটি টাকা এবং ২০১০-১১ সালে ধরা হয়েছে ১০৮৭৬ কোটি টাকা।

২. মৎস্য সম্পদ : অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট মৎস্য আহরণের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদের হিসাব করা হয়। এ খাতে ২০১০-১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ২৬৯৯৬ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৩০৯৯৯ কোটি টাকা ধরা হয়েছিল।

৩. খনিজ ও খনন : শিল্প খাতের মধ্যে খনিজ ও খননকে আলাদা খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এ খাতে (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত তেল এবং (খ) অন্যান্য খনিজ সম্পদ ও খনন বিষয়ের উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্যের হিসাব করা হয়। এসব খাতের হিসাব দেশজ উৎপাদের দিক থেকে হিসাব গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাতে আয় হয় ৯০৬৩ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে হিসাব করা হয় ১০৩১৮ কোটি টাকা।

৪. শিল্প (ম্যানু:) : বাংলাদেশে মোট দেশজ উৎপাদ গণনার ক্ষেত্রে সকল শিল্পের উৎপাদিত পণ্যের বর্তমান বাজারমূল্য হিসাব করে মোট দেশজ উৎপাদ বের করা হয়। বাংলাদেশে শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ ২০১০-১১ সালে ১৩৫৫৫১ কোটি টাকা যার মধ্যে (ক) বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের দেশজ উৎপাদন ৯৭১২১ কোটি টাকা এবং (খ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প খাতে ৩৮৪৩০ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সালে শিল্প উৎপাদন ধরা হয় যথাক্রমে ১৫৬৫৯০ কোটি টাকা, ১১২৬২৫ কোটি টাকা এবং ৪৩৯৬৫ কোটি টাকা।

৫. পাইকারি ও খুচরা বিপণন : এ হিসাবে পণ্যের পাইকারি মূল্য হিসাবের মাধ্যমে মোট দেশজ উৎপাদ এর পরিমাণ গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে ১১৫৯৫৯ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ১৩৪৮৬০ কোটি টাকা হিসাব ধরা হয়।

৬. বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানিসম্পদ : এ খাতে সেবা সরবরাহ g‡j¨i প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদ gj¨ হিসাব করা হয়। বাংলাদেশের জন্য এই খাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের পাশাপাশি এ খাতসমূহ বেসরকারিভাবেও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১০-১১ সালে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ ছিল ৮২১১ কোটি টাকা। এর মধ্যে (ক) বিদ্যুৎ উপখাতে ৬৭৭৫ কোটি টাকা। (খ) গ্যাস উপখাতে ৯০৮ কোটি টাকা এবং (গ) পানি উপখাতে ৫২৯ কোটি টাকা আয় হয়। ২০১১-১২ সালে এ তিন খাতের সামষ্টিক হিসাব ধরা হয় ৯৭৭৩ কোটি টাকা।

৭. নির্মাণ : নির্মাণ খাত থেকে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয় ব্যক্তি, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান, ভোক্তা এবং সরকারের প্রাপ্ত তথ্য থেকে। বাস্তবে এ খাত থেকে যে পরিমাণ আয় হিসাব হওয়ার কথা তার তুলনায় কম হয়। কারণ চলতি বাজারমূল্যে সরকার প্রদত্ত বা বেঁধে দেওয়া মূল্য থেকে বেশি। অথচ সরকারি বেঁধে দেওয়া মূল্যের প্রেক্ষিতে মোট দেশজ উৎপাদের পরিমাণ হিসাব করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ৬৩৯৮২ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ৭৫৪৬৫ কোটি টাকা ধরা হয়।

৮. হোটেল ও †i‡¯Íviv : এই খাতের মোট দেশজ উৎপাদের বিষয়টি উৎপন্ন দ্রব্যের ও সেবার বিক্রয়gj¨ প্রেক্ষিত হিসাব করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে আয় হয় ৫৯৯৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ধরা হয় ৭১৭৮ কোটি টাকা।

৯. পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ : এ খাত দেশজ আয় গণনার একটি বড় খাত। এ খাতটির বড় অংশ বেসরকারি খাতে ন্য¯Í আছে। তারপরও ২০১০-১১ সালে স্থুল আয় হয়েছিল মোট ৮৫৪৬৫ কোটি টাকা যার মধ্যে– (ক) স্থলপথ পরিবহন উপখাতে ৬৬০৮৮ কোটি টাকা, (খ) পানিপথ পরিবহন উপখাতে ৪৫৩২ কোটি টাকা, (গ) আকাশপথ পরিবহন উপখাতে ৭২২ কোটি টাকা, (ঘ) সহযোগী পরিবহন সেবা ও সংরক্ষণ উপখাতে ২০৭০ কোটি টাকা এবং (ঙ) ডাক ও তার যোগাযোগ খাতে ১২০৫৩ কোটি টাকা। ২০১১-১২ সময়ে পরিবহন সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতে মোট আয় ধরা হয় ১০০০৫৩ কোটি টাকা।

১০. আর্থিক প্রাতিষ্ঠানিক সেবা : এ খাতের হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত মূল্যের ভিত্তিতে। ২০১০-১১ সময়ে এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদন মূল্যের পরিমাণ ছিল ১৪৪৮৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে– (ক) ব্যাংক উপখাতে ১০৬২১ কোটি টাকা; (খ) বীমা উপখাতে ৩২৩১ এবং (গ) অন্যান্য খাত থেকে আয় হয় ৬৩২ কোটি টাকা। ২০১১-১২ অর্থবছরে ধরা হয় মোট ১১৬৯৬৫ কোটি টাকা। উপখাত অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয় যথাক্রমে ১২৪৩০, ৩৭৯৫, ৭৪০ কোটি টাকা।

১১. রিয়েল এস্টেট, ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবসা : এ খাত থেকে দেশজ উৎপাদনের পরিমাণ হিসাব করা হয় সেবা থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাপের ভিত্তিতে। ২০১০-১১ সালে সেবা প্রাপ্ত দেশজ আয় ছিল ৫০৩৩৭ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ধরা হয় ৫৫৫৪৬ কোটি টাকা।

১২. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা : এ খাত থেকে প্রাপ্ত দেশজ আয়ের হিসাব করা হয় মূলত ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১০-১১ সালে দেশজ উৎপাদ ছিল ২২৩৮১ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ২৫৪৪৯ কোটি টাকা।

১৩. শিক্ষা : বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে মোট দেশজ উৎপাদের হিসাব করা হয় ব্যয়ের দিক থেকে। ২০১০-১১ সালে এ খাতে দেশজ উৎপাদন ছিল ২১৩০৮ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সালে ধরা হয় ২৪৮০৯ কোটি টাকা।

১৪. স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা : স্বাস্থ্য ও সেবা খাতের বিষয়টি হিসাব করা হয় ব্যয় পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে মোট দেশজ উৎপাদ ব্যয় ২০১০-১১ সময়ে হয়েছিল ১৭৫৮২ কোটি টাকা এবং ২০১১-১২ সময়ে ব্যয় ধরা হয় ২০৩৩৭ কোটি টাকা।

১৫. কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা : এ খাতের হিসাব গণনার কাজটি ব্যয়ের দিক থেকে মোট দেশজ উৎপাদ গণনা করা হয়। ২০১০-১১ সালে এ খাত থেকে ৭৭৮৭৬ কোটি টাকা ব্যয় গণনা করা হয় এবং ২০১১-১২ বছরে ৯১৪৮৫ কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন হিসাব ধরা হয়েছিল।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মোট দেশজ উৎপাদের ধারণা দাও।

২. মোট দেশজ উৎপাদ বলতে কী বুঝ?

৩. নীট জাতীয় উৎপাদ বলতে কী বুঝ?

৪. GNP, GDP, NNP এদের পূর্ণরূপ দাও।

৫. CCA বলতে কী বুঝ?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতীয় আয় বলতে কী বুঝ? জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা কর।

২. মোট দেশজ উৎপাদ ও নীট জাতীয় উৎপাদ ধারণা দাও। মোট দেশজ উৎপাদের নির্ধারকসমূহ বর্ণনা কর।

৩. মোট দেশজ উৎপাদের হিসাববহির্ভূত বিষয়সমূহের ধারণা দাও।

৪. মোট দেশজ উৎপাদ গণনা করা হয় না এমন সব উপাদানের একটি তালিকা প্র¯‘ত কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জনপ্রতি বার্ষিক আয়কে কী বলে?

ক. জাতীয় আয় খ. নীট আয়

গ. গড় আয় ঘ. মাথাপিছু আয়

২. জাতীয় আয় গণনায় নিচের কোনটি ধরা হয়?

ক. চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য খ. মাধ্যমিক দ্রব্য ও সেবার মূল্য

গ. সরকারি ঋণের সুদ ঘ. দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রুমানা তাঁর বাড়ির আঙিনায় সাধারণ বীজ বপন করে প্রথম বছর যে পরিমাণ সবজি পান পরের বছর উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করে তাঁর চেয়ে বেশি সবজি পান।

৩. রুমানা তাঁর উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনটির ব্যবহার পরিবর্তন করেছেন?

ক. ভূমি
খ. শ্রম
গ. প্রযুক্তি
ঘ. মূলধন

৪. উৎপাদন ক্ষেত্রে এরূপ পরিবর্তন–

i. GDP বৃদ্ধি করে
ii. GNP বৃদ্ধি করে
iii. NNP হ্রাস করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. ii
গ. i ও ii
ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. **ঘটনা : ১**

শিহাব ১০ বছর যাবৎ বাহরাইনে কর্মরত। তিনি প্রতিমাসে তার আয়ের বেশ কিছু অংশ দেশে প্রেরণ করেন।

ঘটনা : ২

মিসেস ব্রাউনী বৃটেনের নাগরিক। তিনি বাংলাদেশে একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। প্রতিমাসে তিনিও তাঁর দেশে টাকা পাঠান।

ক. নীট জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?

খ. আয় পদ্ধতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়? বুঝিয়ে লিখ।

গ. শিহাবের অর্থ প্রেরণ আমাদের জাতীয় আয় পরিমাপে কীভাবে সম্পৃক্ত হয়, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মিসেস ব্রাউনীর আয় কি বাংলাদেশের জাতীয় আয়কে প্রভাবিত করবে? তোমার মতামত দাও।

২. জহির তার নানাবাড়ি মধুপুরে বেড়াতে যায়। তার নানা পুকুরে মাছ চাষ করেন। জহির তার নানাবাড়ির পাশে প্রচুর গাছপালা ও জীবজন্তু দেখতে পায়। সে জানতে পারে এটি একটি বিশেষ ধরনের অঞ্চল।

ক. CCA-এর পূর্ণরূপ কী?

খ. মোট দেশজ উৎপাদ বলতে কী বোঝায়?

গ. জহির তার নানাবাড়ির পাশে যে অঞ্চলটি দেখতে পায় সেটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে জহিরের নানার চাষকৃত মাছের অবদান পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।